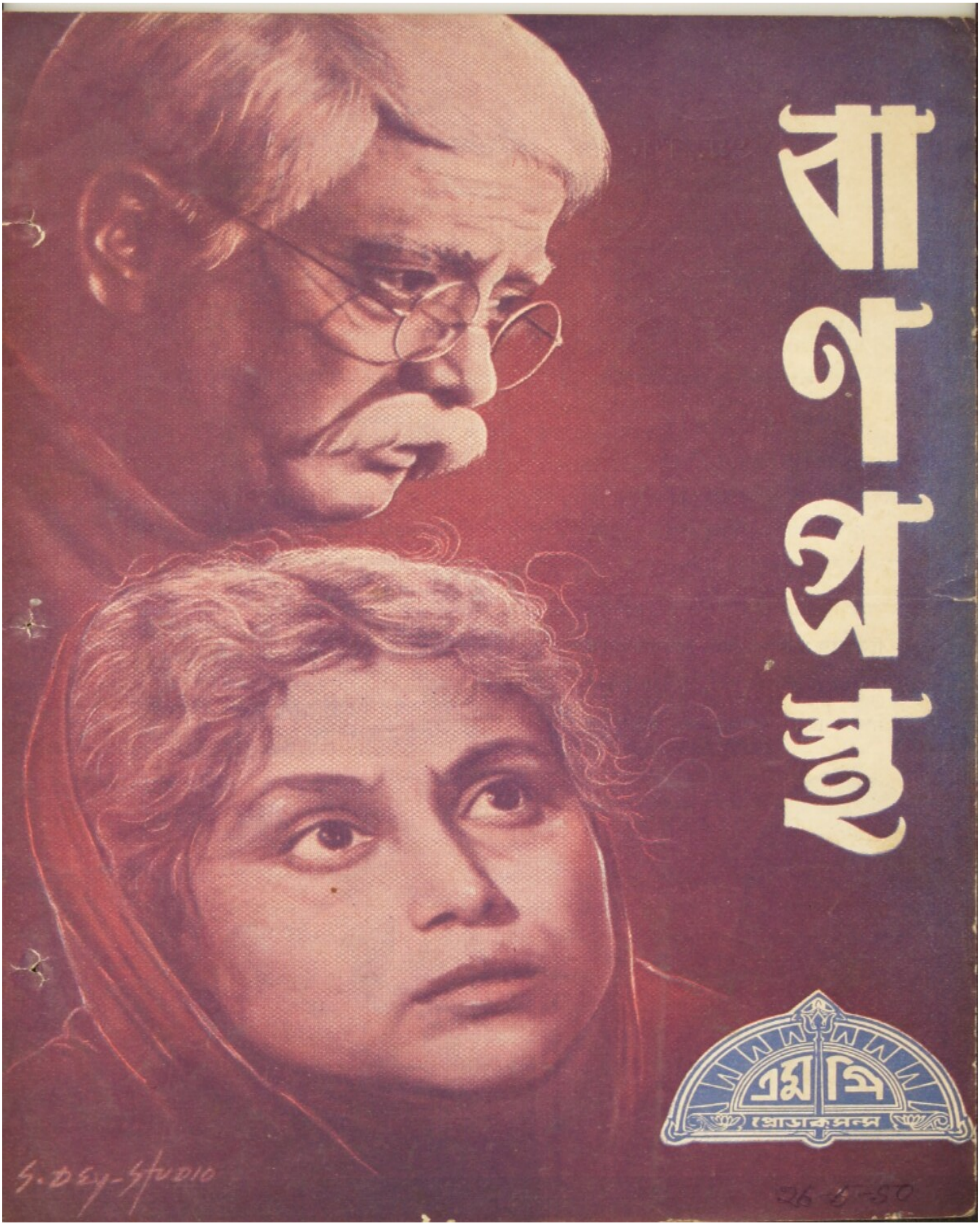

বাণপ্রস্থ

এম পি
প্রোডাকসন্স

26-8-50

এম, পি, প্রোডাকসন্স লিমিটেডের

—নিবেদন—

★ বাণপ্রস্থ ★

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : **সুকুমার দাশগুপ্ত**

কাহিনী : **মণি বর্ম্মণ** : : সঙ্গীত : **রবীন চট্টোপাধ্যায়**

চিত্রশিল্পী : সুশান্ত মৈত্র
শব্দযন্ত্রী : সুনীল ঘোষ
সম্পাদক : কমল গাঙ্গুলী
কর্ম্মাধ্যক্ষ : বিমল ঘোষ

শিল্প-নির্দ্দেশক : সুধীর খান
ব্যবস্থাপক : তারক পাল
রূপ সজ্জা : বসির, মুন্সী
আলোক-সম্পাত : নারায়ণ চক্রবর্ত্তী

—সহকারীগণ—

পরিচালনায় : বিভূতি চক্রবর্ত্তী, রমেন মুখার্জ্জী
চিত্রশিল্পে : বিজয় ঘোষ, বৈদ্যনাথ বসাক
শব্দযন্ত্রে : ঋষি ভট্টাচার্য্য, বিমান গাঙ্গুলী
সম্পাদনায় : পঞ্চানন চন্দ্র, রঞ্জিত রায়

শিল্প-নির্দ্দেশে : গোবিন্দ ঘোষ, যোগেশ পাল, জগবন্ধু সাউ
আলোক-সম্পাতে : শম্ভু ঘোষ, নন্দ মল্লিক, লালমোহন মুখার্জ্জী
ব্যবস্থাপনায় : সুবোধ পাল, বীরেন হালদার
রূপসজ্জায় : রমেশ দে

স্থিরচিত্রগ্রহণ : ষ্টিল ফটো সার্ভিস
চিত্র-পরিস্ফুটন : ফিল্ম সার্ভিসেস

কাহিনী—

সমস্যাটা অভাবিতরূপেই দেখা দিল বিনোদবিহারী আর সুরবালার জীবনে। ছেলেমেয়েদের ডেকে পাঠালেন তাঁরা।

দূরে দূরে থাকে সব। কেউ ক'লকাতায়, কেউ দমদমে, কেউ বা বর্দ্ধমানে।

একে একে হাজির হলো তারা। বাবা যে উইল করবেন বলেই ডেকেছেন—তাতে কারো সন্দেহ নেই। কিন্তু বিনোদবিহারী অবশেষে কারণটুকু ব্যক্ত করলেন—দুই মেয়ের বিয়ে, ছেলেদের পড়া ইত্যাদিতে দেনা করতে হয় তাঁকে এবং তার দায়ে জমি, জায়গা মায় ভিটেটুকু পর্য্যন্ত বিক্রী হয়ে গেছে। সুতরাং বুড়ো বাপ মায়ের ছেলে মেয়েরা কী ব্যবস্থা করতে চায়।

ঠিক এ পরিস্থিতির জন্যে কেউই প্রস্তুত ছিল না। বড়মেয়ে মনোরমা বিরস কণ্ঠে বলে—"এইত দিন কাল—দু' দুটো লোকের থাকা, খাওয়া, পরা, অসুখ বিসুখ—"

বড়ছেলে মোহিতের বুকে বাপমার জন্যে হয়ত একটু দুর্ব্বলতা ছিল, তাই প্রস্তাব করে—"উপস্থিত ভাগাভাগি করে থাকুন আপনারা। আমি মাকে কিছুদিনের জন্যে রাখতে পারি আমার কাছে। এবার আপনাকে কে রাখবে বলুক—মনোরমা, না সুষমা, না ললিত ?"

মর্ম্মান্তিক প্রস্তাব। তবু শেষ পর্য্যন্ত সে প্রস্তাবে রাজী না হয়ে উপায় থাকে না। মনোরমার কাছে বর্দ্ধমানে গিয়ে থাকবেন তিনি দিন কয়েক—তারপর দমদমে সুষমার কাছে।

চোখের জল চাপতে চাপতে ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন সুরবালা। উপায় নেই—এ ছাড়া আজ কি-ই বা করবার আছে! শুধু দুঃখ হয় স্বামীর কথা ভেবে। শিশুর মতই অসহায় তিনি। ক্ষুধা তৃষ্ণা কিছুই বোঝেন না।—জোলো হাওয়া দিলে গলায় কম্ফর্টার বাঁধতে খেয়াল থাকে না তাঁর। বাতের বেদনা বাড়লে মালিশের কথাটা বলতে ভুলে যান তিনি।

অতঃপর সুরবালা এসে উঠলেন কোলকাতায় মোহিতের ফ্ল্যাট বাড়ীতে। সেখানে প্রতিপদে সংঘর্ষ বাধে পুত্রবধূ অপর্ণা আর কলেজে পড়া নাতনী রিণার সঙ্গে। ঠাকুরমাকে ঘরে নিয়ে সে কিছুতেই শোবে না। নারকেল তেলের কটুগন্ধে তার নাকি ঘুম হয় না।

অপর্ণার নারী মজলিশের বৈঠক যেদিন বসল, সেদিন সুরবালাকে নিয়ে দেখা দিল নিদারুণ বিভ্রাট। অপর্ণা লজ্জা ঢাকতে ছুটে এল মেয়ের ঘরে।

রিণা বলেছিল রাত আটটায় কলেজের থিয়েটার। অপর্ণা বলল—"ঠাকুমাকে তুই সঙ্গে নিয়ে যা রিণা, নইলে আমায় গলায় দড়ি দিতে হবে—"

রিণার ঘোর অনিচ্ছা, তবু শেষ পর্য্যন্ত মায়ের অনুরোধ সে এড়াতে পারল না। কিন্তু থিয়েটারের "লবী"তে দাঁড়িয়ে তার দুর্ভাবনার অন্ত রইল না—ঠাকুমার হাত কি করে এড়ানো যায়। অবশেষে চালাকি করে সুরবালাকে ভেতরে বসিয়ে সে একখানা ট্যাক্সি নিয়ে ছুট্‌ল বিশেষ গন্তব্য স্থানে, যেখানে কিশোর তার জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছে। এই গোপন মিলনের জন্যেই তার থিয়েটারের অজুহাত। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত ধরা পড়ে গেল সুরবালার চোখে। ভীত বিবর্ণ মুখে রিণা বললে—"বাড়ীতে কিছু বলবেনা বলো—"

সুরবালা তার ভালবাসার মর্য্যাদা রাখতে শুধু কথাই দিলেন না, সেইদিন থেকে উভয়ের মধ্যে একটা অন্তরঙ্গতাও ঘটে গেল।

বাড়ীতে ফিরতেই মোহিত জানাল—বাবা বর্দ্ধমান থেকে এক 'ট্রাঙ্ক কল্' করেছিলেন।—যে ভয় সুরবালা নিরন্তর করে এসেছেন বুঝি সেইটেই সত্য হতে চলেছে। চোখের জল তিনি ধরে রাখতে পারেন না।

আশঙ্কা সুরবালার নিরর্থক নয়।

বর্দ্ধমানে বড়মেয়ে মনোরমার বাড়ীতে বিনোদবিহারী উঠেছিলেন বটে কিন্তু ভার তাঁর মেয়ের কাছে অসহ্য হয়ে উঠেছিল। সুরবালা পাশে না থাকায় বিনোদবিহারী একেবারে অসহায় হয়ে পড়েছিলেন। ঠাণ্ডা হাওয়া দিলে তাই কম্ফর্টারের বদলে গলায় গামছা বেঁধে বসে থাকেন।

নাতি নাতনীরা হাসাহাসি করে, তবু মায়ের জল-খাবারের ব্যবস্থাটা তারা বরদাস্ত করতে পারেনা। তাদের বেলায় লুচি আর দাদামশায়কে কিনা শুকনো, শক্ত রুটী! তারা যে পুঁথিতে পড়েছে—"পিতা স্বর্গ, পিতা ধর্ম্ম—" সেকি তা হ'লে সব মিথ্যে?

সমবয়সী প্রতিবেশী পরেশ মিত্তির আর তার স্ত্রী মঙ্গলা বোঝে তাঁর ব্যথা। সুরবালাকে এখানে আনা দরকার যাতে নতুন করে তাঁরা ঘর বাঁধতে পারেন।

পরেশ মিত্তির বলে—"চন্দ্র কুণ্ডু তার বাড়ী তদারকের জন্যে একজন বিশ্বাসী লোক চায়। আমি ঠিক ক'রেএসেছি। গিয়ে দাঁড়ালেই হয়ে যাবে—"

কিন্তু জীবনের সায়াহ্নে এসে যিনি দাঁড়িয়েছেন, তাঁকে রাখতে চন্দ্র কুণ্ডু রাজী হল না। নিরাশ হয়ে বিনোদবিহারী ফিরলেন। তার ওপর মনোরমার তিরস্কার, লাঞ্ছনা। ভগ্ন হৃদয় তিনি নিঃশব্দে শয্যা নিলেন।

এদিকে সুরবালাকে সংসার থেকে সরিয়ে দেবার জন্যে অপর্ণা একেবারে উদ্ধত হয়ে উঠেছিল, অন্ততঃ ছোট ননদ সুষমার কাছে পাঠিয়ে না দিলেই নয় -

জানতে পেরে সুরবালা নিজেই মোহিতের কাছে কাশী যাবার প্রস্তাব করলেন। হয়ত' যাওয়াও হ'ত যদিনা এই সময় অফিসের টাকা ভাঙ্গার অপরাধে পুলিশ এসে মোহিতকে গ্রেপ্তার করত। সুরবালা লোকলজ্জা ভুলে ছুটলেন অফিসের মালিক কালীধন মিত্তিরের বাড়ী। কিশোরের বাবা তিনি। মায়ের সন্তানস্নেহ, মমতা তাঁকে অভিভূত করে দিলে। শেষ পর্য্যন্ত সুরবালাকে তিনি প্রতিশ্রুতি দিলেন মোহিতকে রক্ষা করবেন ব'লে।

খুসী মনেই সুরবালা ফিরছিলেন বাড়ী। কিন্তু কানে গেলো ছেলে-বৌয়ের কথা। বিনোদবিহারীর অসুখের খবর তারা গোপন করতে চায়, পাছে তিনি স্বামীকে আবার এখানে এনে তোলেন। সুরবালা আর সহ্য করতে পারেন না। গভীর অভিমানে নিঃশব্দে বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়েন।

ওদিকে বিনোদবিহারী রোগ শয্যায় শুয়ে উন্মুখ আগ্রহে প্রতীক্ষা করছিলেন সুরবালার। মনোরমা এ উৎপাত আর সইতে রাজী নয়। তাই ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করে বাপকে হাসপাতালে পাঠাবার ব্যবস্থা করলে—

হাসপাতালের নামে শিউরে উঠলেন বিনোদবিহারী। দুনিয়ায় যদি যাবার কোন জায়গা না থাকে, তবু হাসপাতালে যেতে পারবেন না তিনি। তাই গভীর রাত্রে ঝড়জলের মধ্যে বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়লেন।

—সুরবালা তখনো অনেক দূরে।.....

গান

এই দুনিয়া আজব কারখানা —
হেথা উল্টোপথে চলতে হবে,
সোজা পথে মানা
পা দুটো তোল আকাশ পানে
মাটিতে থাক মাথা—
(আর) হাতে নাতে কাজ কর' না
মুখে বল' যা' তা' ।
ও ভাই কথায় যদি চিঁড়ে ভেজে,
কাজ কিরে জল আনা ।
এই দুনিয়া আজব কারখানা ॥

ও ভাই কাক যদি হও ময়ুর সাজো —
এরও হও বট ;
(বলিস) মগজে তোর ঘি আছে ভাই
শূন্য যদি ঘট ।
পান্তা খেয়ে পোলাও বল'
ঘোলকে বল' ছানা ।
এই দুনিয়া আজব কারখানা ॥

ও ভাই আজকে ভুলে কাল ভাবে যে
বোকার বোকা সে,
সেই হুঁসিয়ার পরের চোখে
দেয়রে ধোঁকা যে ।
যদি মুখোস প'রে রোজ মেলে ভাই
মুখ দেখাতে মানা ।
এই দুনিয়া আজব কারখানা ॥

ও ভাই শাঁসালো বাপ না হয় যদি
বাপকে ভোলো ছেলে—
(আর) গিন্নিকে ভাই সিন্নি চড়াও
হেলায় মাকে ঠেলে,
হেথা উল্টোপথে চলতে হবে —
সোজা পথে মানা ।
এই দুনিয়া আজব কারখানা ॥

বানপ্রস্থের রূপায়ণে—

মলিনা - রেণুকা

কবিতা, অলকা, মনোরমা,
শিখা, সুহাসিনী, মীনা

জহর গাঙ্গুলী
কমল মিত্র

জয়নারায়ণ মুখো, পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য,
পুরু মল্লিক, শঙ্কর লাল, ছবি গাঙ্গুলী
উপেন চট্টো, জহর রায়
শম্ভু, গোপাল দে

—একমাত্র পরিবেশক—

ডি ল্যুকস ফিল্ম ডিষ্ট্রিবিউটার্স

৮৭, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট : : কলিকাতা ১৩

11-8-50

এম·পি·প্রোডাকসন্স লিঃর

পরবর্ত্তী আকর্ষণ—

জাতির উদ্দেশ্যে সশ্রদ্ধ নিবেদন

বিদ্যাসাগর

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : কালীপ্রসাদ ঘোষ

তত্ত্বাবধান : অগ্রদূত

নাম-ভূমিকায় : পাহাড়ী সান্যাল

অপরাপর অংশে : অহীন্দ্র • মলিনা •
কমল • গুরুদাস • অলকা • শোভা

সহযাত্রী

শৈল বিহারের পটভূমিতে
নামের সরস ভ্রান্তিবিলাস।

পরিচালনা : অগ্রদূত
রচনা : শৈলেন রায়
সুর : রবীন চ্যাটার্জ্জী

শ্রেষ্ঠাংশে····?······?

কবি কঙ্ক

বাংলার অন্যতম কাব্য প্রতিভা
—জাতির অমূল্য সম্পদ।

পরিচালনা : সুধীশ ঘটক
সুর : রবীন চ্যাটার্জ্জী

শ্রেষ্ঠাংশে·····?······?

এম, পি, প্রোডাকসন্স লিমিটেড (৮৭, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা)
কর্ত্তৃক প্রকাশিত এবং ইম্পিরিয়াল আর্ট কটেজ কর্ত্তৃক
১এ, টেগোর ক্যাসেল ষ্ট্রীট-এ মুদ্রিত।

মূল্য দুই আনা মাত্র